‘সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ---একদিকে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার নানা চাপ ও ভয়, যাতে মূক হয়ে আছে সরকারি চাকরিপ্রাপ্ত বাঙালি সমাজ আর অন্যদিকে ‘বাবু’, ‘ভদ্রলোক’দের সঙ্গে সাধারণ মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতি-ধর্ম ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়া ফাঁক--একটা অসম চাপা ক্ষোভ বাঙালি সমাজে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। সাধারণ মানুষেরা এই ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেদের কথা-ক্ষোভ-হতাশা বলতে না পারার সমস্যায় তাঁদের মতো করে পথ বের করে নেন। লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যে এর একটা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।...শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের বিনোদনে ওই দুই সামাজিক দশার বিরুদ্ধে সংঘাত আর সেটা প্রকাশের ভেতর এক ধরনের বিদ্রূপ, মজা বা কৌতুক গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে নিজস্ব সামাজিক-রাজনৈতিক লড়াইয়ের অস্ত্র বানানোর চেষ্টা নিরন্তর বহাল থাকে। বটতলাতে প্রকাশিত বইপত্রের মধ্যে যে নাটক-প্রহসন-নকশা-পাঁচালির রমরমা দেখতে পাওয়া যায়, তার কারণ হল---এই বিদ্রূপ ও কৌতুকের অস্ত্র নিয়ে ময়দানে নামা এবং নানা ধরনের অপছন্দের ব্যবস্থাকে কচুকাটা করা, যেটা বাস্তবে সম্ভব হচ্ছে না। শাসক ইংরেজ, আইন-আদালত, উকিল-মুহুরি, বাবু, শিক্ষক, শাস্ত্রজ্ঞ, চার্চ, হিন্দুত্ববাদী পুরোহিত---এই ধরনের ‘ক্ষমতাবান’ যা কিছু তাকে সমালোচনা, নস্যাৎ করার মধ্যে ‘অপর’ অবস্থানের জয়ের আনন্দ হয়। এভাবেই এক ধরনের লড়াই চলতে থাকে।’

কৌতুক শতক : বটতলার ‘জোক বুক’-এ উনিশ শতকের স্বরূপ নির্ণয়/ অদ্রীশ বিশ্বাস